BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03110034

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 11| November 2025| e-ISSN: 2584-1890

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে কৃষ্ণ চরিত্র: একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা

Ranit Bera

Self Researcher, Medinipur, Paschim Medinipur
Email: ranitbera69@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। পূর্ণব্রহ্ম পরমপুরুষ লীলা পুরুষোত্তম ভগবান তিনি। ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যের পৌরাণিক যুগ থেকেই কৃষ্ণ কথার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, সেই প্রভাব পড়েছিল বাঙালি সমাজেও। বাঙালি সমাজের প্রাচীনকাল থেকেই ধনী-দরিদ্র, ভক্ত-রসিক আপামর বাঙ্গালী কৃষ্ণ কথায় তৃষ্ণা মেটাতেন। বাঙ্গালী চিন্তনে মননে কৃষ্ণ অন্যান্য দেবতার মত স্মরণীয় হলেও কোথাও যেন কৃষ্ণ বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতিতে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন। তারই প্রতিফলন স্বরূপ আমরা পাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রভৃতি মধ্যযুগের মহামূল্যবান কৃষ্ণকেন্দ্রিক গ্রন্থগুলি। প্রাচীন সাহিত্যে কৃষ্ণকথা বিভিন্ন পুরাণ উপ-পুরাণাদিতে আলোচিত হয়েছে, যেমন- মহাভারতের পরিশিষ্ট খিল হরিবংশ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, গর্গ সংহিতা, কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থে। কৃষ্ণ কথা আপামর ভারতবাসীর হৃদয়ের স্পন্দন। শ্রীকৃষ্ণ কে কবিরা আপন দৃষ্টিভঙ্গিতে মনের মাধুরী মিশিয়ে নব নব রূপে তাদের কাব্যে সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন। প্রাচীন যুগের কৃষ্ণকেন্দ্রিক গ্রন্থগুলি দেখলে দেখব কৃষ্ণের স্বরূপত স্বাতন্ত্র। মধ্যযুগের সাহিত্যের দিকে তাকালেও দেখব কবিগণ এক এক ভিন্ন দৃষ্টিতে কৃষ্ণ চরিত্র উপস্থাপন করেছেন, যার ফলে কৃষ্ণ চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ও সাহিত্য সংস্কৃতিতে তার প্রভাব সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

সূচক শব্দ: *কৃষ্ণ, পূর্ণব্রহ্ম, পৌরাণিক, তৃষ্ণা, মধ্যযুগ, মাধুরী, হৃদয়, সাহিত্য প্রভৃতি।*

মূল আলোচনা:

বঙ্গ সংস্কৃতিতে বিষ্ণু উপাসনার একটা ঐতিহ্য খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকে গড়ে উঠেছিল। এই বিষ্ণু উপাসনার সূত্র ধরেই কৃষ্ণ উপাসনার একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র বাঙালি সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বঙ্গদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্ন নিদর্শন থেকে বিষ্ণু পূজার ও বিষ্ণু মূর্তির সন্ধান পেলেও সেই ভাবে কৃষ্ণমূর্তি পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশে কৃষ্ণের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় খুব সম্ভবত ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে পাহাড়পুরের প্রত্ন নিদর্শন থেকে, তারপর যে আস্তে আস্তে বঙ্গদেশে কৃষ্ণের ব্যাপ্তি প্রসার লাভ করেছিল তা পাহাড়পুরের প্রাপ্ত মূর্তিগুলি থেকে বোঝা যায়। কৃষ্ণের শৈশবলীলার বেশ কিছু অংশ পাহাড়পুরের মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। অষ্টম শতাব্দী থেকে কৃষ্ণলীলার নিদর্শন ভালোভাবেই বিকাশ লাভ করে। পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গেলেও সেন যুগে আবার রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাই অধিক প্রাধান্য লাভ করেছিল।

জয়দেব প্রনীত 'গীতগোবিন্দ' রাধাকৃষ্ণ লীলার সংস্কৃত ভাষায় রচিত মধ্যযুগের প্রথম কাব্য বলা যেতে পারে। জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করতে গিয়ে রচনা করেছেন নায়ক নায়িকার বাস্তবিক প্রেম লীলার হৃদস্পন্দন। কৃষ্ণকে তিনি মানবিক প্রেম বিলাসী, রাধার প্রতি গভীর অনুরাগী এক মধুর প্রেমিক করে অঙ্কন করেছেন। গীতগোবিন্দের রাধাকৃষ্ণ লীলা কথার সঙ্গে

পুরানাদিতে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর কিছু কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। গীতগোবিন্দের প্রধান নায়িকা রাধা। কৃষ্ণ হলেন পরম ব্যক্তি। গীতগোবিন্দে বিরহী কৃষ্ণের রূপও জয়দেব নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। সখিরা রাধার কাছে বর্ণনা করেছেন কৃষ্ণের বিরহ -

"বসতি বিপিন বিতানেতে যদি ললিত ধাম।

লুঠতি ধরনিশয়নে বহু বিলপিত তব নাম।।"[১]

গীতগোবিন্দের কৃষ্ণ জয়দেবের লেখনীতে যোদ্ধা নন বা মহাভারতের রাজনৈতিক চরিত্র নন। তিনি এখানে অসামান্য রূপবান প্রেমিক। তিনি গোপিনীদের সাথে রাসলীলায় মগ্ন ও রাধার মানের কাছে পরাস্ত এক পুরুষ। তবে জয়দেব শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান রুপেই মনের আসনে বসিয়েছেন। দশাবতার স্তোত্রতে তিনি বলেছেন -

"দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ"[২]

মধ্যযুগের সাহিত্যে কৃষ্ণলীলা কথা প্রথম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এর হাত ধরে শ্রবণ করলেও কৃষ্ণকথার পটভূমি প্রাক্-মধ্যযুগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন বৈদিক যুগে নানা পুরান গ্রন্থসমূহ কৃষ্ণকাহিনির আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। মহাভারত, হরিবংশ পুরাণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পুরান উপ-পুরানে কৃষ্ণ কাহিনী ও কৃষ্ণ চরিত্রের বিকাশ লক্ষ্য করা গেছে। প্রাচীন ঋকবেদের মধ্যেও কৃষ্ণ চরিত্রের সন্ধান মেলে। প্রাচীন সাহিত্যে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় বিভিন্ন নামে ও স্বরূপত বিবিধ রূপের স্বাতন্ত্রে কৃষ্ণ চরিত্রটি দীপ্তমান। মধ্যযুগের এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বিষ্ণু এবং কৃষ্ণ এক অভিন্ন সত্তা বা বিষ্ণুরই অবতার কৃষ্ণ হলেও প্রাচীন বৈদিক যুগে দুই রূপের কিছু পার্থক্য ছিল। প্রাকবৈদিক যুগ থেকে বিষ্ণুই ছিলেন বৈষ্ণবদের উপাস্য দেবতা। বিষ্ণু বা নারায়ণের প্রসঙ্গ ঋকবেদের সময় থেকেই দেখা যায়। বিষ্ণু,নারায়ণ,কৃষ্ণ বর্তমানে অভিন্ন স্বরূপ হলেও সূক্ষ্মগত দিক থেকে দেখলে দেখব তিনজন পৃথক দেবসত্তাকে। যেমন-

১. বৈদিক যুগে আদিত্য বিষ্ণু

২. উপনিষদের বাসুদেব কৃষ্ণ

৩. ব্রাহ্মণ ও মহাভারতের নারায়ন

ঋকবেদে কৃষ্ণের শৈশব রূপের চিত্র কিছু কিছু শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণকে আমরা যেভাবে দেখি,এখানে কৃষ্ণের আদি স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। বাসুদেব কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ন বিভিন্ন স্থানে আলাদা হলেও এঁদের মধ্যে অভিন্নতা এলো কিভাবে পরবর্তী সময়ে। এখন প্রশ্ন এই অভেদ রূপের কল্পনা কি মানব হৃদয়ের ভক্তিরসধারার ফলেই সম্ভব হয়েছে নাকি বৈদিক যুগ থেকেই এদের মধ্যে একত্রীকরণ ঘটেছে। মহাভারতের পাতা উল্টালে দেখব বাসুদেব কৃষ্ণকে নারায়নের আদি রূপ বলা হয়েছে আবার এই বাসুদেব কৃষ্ণ নিয়েও মতভেদ দেখি। বেদোত্তর পর্বে বাসুদেব, নারায়ন ও বিষ্ণুর সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন। সেখানে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না আমাদেরও মনে হয় বাসুদেব ও কৃষ্ণ মূলত পরস্পর পৃথক ছিলেন পরবর্তীতে ভাবনাগত ঐক্যে তাঁরা এক দেবতায় রূপান্তরিত হন। প্রাচীন যুগের বিভিন্ন পুরান গুলি থেকে কৃষ্ণ চরিত্রের এক একটি ভিন্ন স্বরূপ প্রতিভাত হয়। কৃষ্ণের প্রসঙ্গে বা কৃষ্ণ চরিত্রের উৎস সন্ধানে যেতে হলে প্রথমে মহাভারতের কথা উল্লেখ করতে হয়। মহাভারতের কৃষ্ণ চরিত্রের সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থ পুরাণে কৃষ্ণের ব্যক্তিসত্তার বেশ কিছু অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণের জন্মলীলা থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত প্রত্যেকটি অধ্যায়ে এক একজন নতুন কৃষ্ণকে যেন আমরা পাই। বৃন্দাবন লীলার মধুর রসের নায়ক কৃষ্ণের সঙ্গে কংস নিধনের জন্য মথুরায় আগত যোদ্ধা কৃষ্ণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, আবার দ্বারকালীলায় গোকুলের ব্রজবালক কৃষ্ণের লেশমাত্র দেখতে পাই না। সেখানে ঐশ্বর্য মন্ডিত কর্তব্য পরায়ণ দায়িত্বশীল কৃষ্ণের ছবি ফুটে উঠেছে,সেখানে তিনি দ্বারকাধিপতি। হরিবংশ পুরাণে যে কৃষ্ণকে আমরা দেখি তিনি মূলত গোপবালক, গোপীদের প্রেমাস্পদ, প্রেমিক কৃষ্ণ। মহাভারতের কৃষ্ণ কর্মপরায়ন বিশেষত কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে বিশ্বরূপ দর্শনে প্রবল প্রতাপশালী সর্ব ঐশ্বর্যময় কৃষ্ণের যে রূপ দেখি, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরান বা হরিবংশ পুরাণে কৃষ্ণের বাল্যলীলা দেখলে অবাক হতে হয় কারণ বাল্যলীলায় গোপাল কৃষ্ণের সঙ্গে মহাভারতের কর্তব্যপরায়ন কৃষ্ণ কোথাও স্বাতন্ত্রের দাবি রাখে।

মধ্যযুগের কৃষ্ণচরিত্র হিসেবে বাঙালির প্রথম প্রাপ্তি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কৃষ্ণ। রাধা-কৃষ্ণ ও বড়াই, এই কাব্যের তিন মুখ্য চরিত্রের উক্তি প্রত্যুক্তিকে কেন্দ্র করে বড়ু চন্ডীদাস সৃজন করলেন এই মহামূল্যবান কাব্যটি। কৃষ্ণ ও রাধাকে কবি বৃন্দাবনের ধূলিকণায় বেড়ে ওঠা তরুণ কিশোর কিশোরী করে কাব্যে উপস্থাপন করেছেন। দেবত্বের মহিমা যেন ম্লান হয়েছে কৃষ্ণচরিত্রে, তিনি হয়ে উঠেছেন সাধারণ এক গোপবালক। পৌরাণিকতার বাতাবরণ সরিয়ে লৌকিক অমার্জিত এবং চঞ্চল কৃষ্ণকে আমরা দেখি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। স্বাভাবিক বয়সের ধর্মে একজন প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ তরুণীর মধ্যে যেমন প্রেম সংঘটিত হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ-রাধাও তারই প্রতিচ্ছবি। মানবিক আবেগ ও রাধাকে পাওয়ার আর্তি অশান্ত হয়ে উঠেছে লোলুপ কৃষ্ণের মধ্যে। কৃষ্ণ বাকচতুর, বড়াইকে দিয়ে প্রেমবার্তা রাধার কাছে পাঠান। কাব্যের শুরুতে যে রসিক লোলুপ চঞ্চল কৃষ্ণকে দেখি, রাধা বিরহ অংশে মথুরা গমনের পূর্বে প্রেমিকার সাথে বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় কাতর সেই কৃষ্ণেরই বিরহ বেদনার রূপ প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার। ভূ-ভার হরণের জন্য বিষ্ণু অবতীর্ণ হয়েছেন কৃষ্ণ রূপে। কিন্তু মানবীয় মনস্তত্ত্বের আধিক্যে সেই ঐশ্বর্য ঢাকা পড়েছে। তাম্বুল খন্ডে কৃষ্ণ বড়াইকে বলছেন—

"এত দুঃখ বড়ায়ি মোর পরান না সহে। মরোঁ হেরো রাধার বিরহে।।"[৩]

রাধাকে না দেখলে তিনি প্রাণে মারা যাবেন। এই কৃষ্ণের মধ্যে দেবসত্তা কোথায় বরং এ যেন সাধারণ বাড়ির কোনো প্রেমাসক্ত যুবকের তার ভালোবাসার মানুষটির প্রতি করুন আর্তি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পরবর্তীতে কৃষ্ণকথা বা রাধাকৃষ্ণের প্রণয় লীলা কে উপজীব্য করে অনেক গ্রন্থই রচনা হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। পাঠক সমাজ সমৃদ্ধ হয়েছে। পদাবলী সাহিত্যে আমরা কৃষ্ণকে পাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কৃষ্ণের সঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের কৃষ্ণের অনেকাংশই পার্থক্য দেখা যায়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম গোপীচিত্তহারী রাধার প্রেমাস্পদ। বৈষ্ণব দর্শনে পদকর্তারা কৃষ্ণের বিবিধরূপ তুলে ধরেছেন,কোথাও পূর্বরাগের কৃষ্ণ, কোথাও বংশীধ্বনিতে তিনি রাধা কে গৃহ ছাড়া করে অভিসার করান আবার কোথাও তিনি মথুরায় কর্তব্য পালনে গমন করে রাধার হৃদয় বেদনায় বিদীর্ণ করেন। তখন তিনি বিরহী নায়ক। তিনি সমস্ত জাগতিক প্রেমের উর্ধ্বে পরমাত্মা। বৈষ্ণব পদকর্তারা কৃষ্ণের নটবর প্রেমিক মাধুর্যময় রূপটি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন পদাবলী সাহিত্যে।

"চূড়াটি বাধিঁয়া উচ্চ কে দিল ময়ূর পুচ্ছ
ভালে সে রমনী-মন-লোভা।
আকাশে চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা।।"[৪]

শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ দিয়ে কে যেন রমনীজনের মনোহরণকারী রূপটি তুলে ধরেছে। মনে হচ্ছে গগনপটে শ্যামবর্ণ মেঘে ইন্দ্রধনু শোভা পাচ্ছে। বৈষ্ণব পদকর্তারা রাধা কৃষ্ণের প্রণয় লীলাকে অনেকগুলি রসপর্যায়ে সজ্জিত করে যুগল রূপের আরাধনা করেছেন। যিনি অসীম অনন্ত এবং স্বয়ং ব্রহ্ম সেই সর্ব ঐশ্বর্যময় শ্রীকৃষ্ণ কবিগনের লেখনীতে কখনো গোষ্ঠের রাখাল, কখনো রাধার পূর্বরাগের নায় এইরকম বহুবিধে রূপে তিনি বৈষ্ণব কবিদের উপাস্য হয়ে উঠেছেন। পদাবলী সাহিত্যে মূলত কৃষ্ণের মাধুর্যময় রুপই বেশিরভাগ পদে ফুটে উঠেছে, তিনি মাধুর্যের দ্বারা সকলের চিত্র আকর্ষণ করেন পদকর্তা গোবিন্দদাস বলেছেন -

"শ্যাম সুধাকর ভুবনমনোহর।
রঙ্গিনী-শোহন ভঙ্গি নটবর।।
সজল জলদ তনু ঘন রসময় জনু।
রূপে জিতল কত কোটি কুসুমধনু।।"[৫]

আবার গোষ্ঠলীলার পদে দেখি-

"গোঠে আমি যাব মা গো, গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব।।"[৬]

বৈষ্ণব কবিরা কৃষ্ণের শৈশব থেকে মথুর গমন পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাহিনি তাঁদের লেখনীতে তুলে ধরেছেন। পদাবলীর কৃষ্ণচরিত্রে কৃষ্ণের মাধুর্য ও ঐশ্বর্যলীলার মেলবন্ধন ঘটেছে। কৃষ্ণের মধ্যে বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের সাধন করেছেন কবিগন এবং পাঠক সমাজকে সেই রস আস্বাদন করিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যটি মধ্যযুগের আরেকটি অনন্য সম্পদ। এই কাব্যটি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের কাহিনি অবলম্বন করে মালাধর বসু রচনা করেছেন। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও অন্তে দ্বারকালীলার সম্পূর্ণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. সত্যবতী গিরি, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০২২, দে'জ পাবলিশিং প্রা. লি. কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা- ৬৮

২. শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, তৃতীয় সংস্করণ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১৭

৩. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা- ২১৩

৪. শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, প্রথম প্রকাশ, মাঘ,১৩৬৮, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস (প্রা.)লি. কলকাতা ২৯, পৃষ্ঠা- ৭৭

৫. ড.সত্য গিরি, বৈষ্ণব পদাবলী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১, রত্নাবলী, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা- ১৯০

৬. শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, প্রথম প্রকাশ, মাঘ,১৩৬৮, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস (প্রা.)লি. কলকাতা ২৯, পৃষ্ঠা- ৭৭

Citation: **K. Ranit Bera.,** (2025) "প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে কৃষ্ণ চরিত্র: একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-11, November-2025.